আজ, আগামী, একত্রে

CITIZENS BANK
TODAY · TOMORROW · TOGETHER

রাষ্ট্রপতি

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আমি ব্যাংকটির সকল উদ্যোক্তা, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকসাধারণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে অনেকগুলো মেগা প্রকল্প। স্বপ্নের পদ্মাসেতু সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এর ফলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যাংকিং চ্যানেলে স্বল্প সময়ে রেমিট্যান্স প্রেরণ সম্ভব হওয়ায় ও সরকারের বিশেষ প্রণোদনার ফলে দেশে রেমিটেন্সের প্রবাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা করোনা মহামারির মধ্যেও অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া কৃষিভিত্তিক শিল্পে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান কৃষিখাত বিশেষ করে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে গতির সঞ্চার করেছে। সরকারের এ সকল বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই রূপ দিতে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও একটি শক্তিশালী ব্যাংকিং খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাংকিং খাতে সঞ্চিত সমুদয় অর্থের মালিক এ দেশের জনগণ। আমি জনগণের আমানত যথাযথভাবে সংরক্ষণে দেশে বিদ্যমান আর্থিক বিধিবিধান সঠিকভাবে প্রতিপালনে সকল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, নতুন ব্যাংক হিসেবে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে তাদের বহুমুখী ব্যাংকিং সেবা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সচেষ্ট থাকবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিসমূহ প্রতিপালন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতার সাথে গ্রাহককে সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যপরিধি আগামীতে আরও বিস্তৃত ও জোরদার হবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মাননীয় অর্থমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। অতি দ্রুতই ব্যাংকটি দেশের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সফল ব্যাংক হিসেবে নিজের অবস্থান করে নিবে বলে আমার বিশ্বাস। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন সমস্ত বিশ্বে অন্যতম রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করছে; দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ আজ একটি অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাই ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতেই বর্তমান সরকার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শক্তিশালি ও উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ। এই অগ্রযাত্রায় অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে দেশের ব্যাংকিং খাত বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকগুলো ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলো লকডাউনের মধ্যেও তাদের কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমার বিশ্বাস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করার জন্য সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি তাদের বহুমুখী ব্যাংকিং সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবে এই আমাদের প্রত্যাশা। সেই সাথে দেশে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা দেয়ার মাধ্যেমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেও এই ব্যাংক কার্যকারী ভূমিকা রাখবে। আগামীর পথ চলায় প্রচলিত ব্যাংকিং এর পাশাপাশি উদ্ভাবনী আর্থিক প্রযুক্তি ও পরিপূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যেমে ব্যাংকটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর শুভ যাত্রা এবং উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

ফজলে কবির
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাণী

ব্যাংকিং খাতের ৬১-তম ব্যাংক হিসেবে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই শুভক্ষণে আমি ব্যাংকটির উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অর্থনীতির প্রকৃত খাতে জোরালো প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যাংকের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং চলমান কোভিড-১৯ বা করোনা মহামারী মোকাবেলায় ব্যাংকিং সেবাকে সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে। নতুন ব্যাংক হিসেবে সিটিজেন্স ব্যাংক এসব সুবিধার সদ্ব্যবহার করে তাদের কার্যক্রমে দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবে এবং নৈতিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে রোল মডেল হবে বলে আমি আশা করছি। কেবল দ্রুত মুনাফার দিকে না ঝুঁকে দেশে গ্রামীণ অর্থনীতি তথা সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সহায়ক এবং আর্থিক খাত ও সমাজের জন্য কল্যাণ হয় এমন কার্যক্রমে সিটিজেন্স ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সিটিজেন্স ব্যাংক গতানুগতিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের বাইরে গিয়ে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিসহ নতুন নতুন প্রোডাক্ট ও সেবা উদ্ভাবন করবে; সততা, পেশাগত দক্ষতা, কর্পোরেট গভর্নেন্স, জবাবদিহিমূলক অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সম্পন্ন অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগনের দোরগোড়ায় দ্রুত আর্থিক সেবা পৌঁছে দিবে এবং অচিরেই একটি পরিপূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

ব্যাংকিং খাতে সিটিজেনস ব্যাংককে স্বাগত জানাই। একইসঙ্গে এ আনন্দঘন যাত্রার মুহূর্তে ব্যাংকটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(ফজলে কবির)

শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ
সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি নামে নতুন ব্যাংক এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা অত্যন্ত আনন্দের। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অদম্য ধারাকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয়ে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করায় ব্যাংক এর চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং পৃষ্ঠপোষকদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন এবং অন্যান্য সেবা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কার্যক্রমকে গ্রাহকদের নিকট সহজতর করার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে সামিল করার পথপরিক্রমায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা তৈরীতে ব্যাংকসমূহের বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। গণমানুষের ব্যাংক হিসেবে উন্নত গ্রাহক সেবার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ ব্যাংকিং খাতে নতুন মাত্রা সংযোজনে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর শুভ সূচনা এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ

THE IMPERATIVE FOR MODERN AND EFFICIENT BANKS FOR A PROSPEROUS BANGLADESH

DR. M. MASRUR REAZ
ECONOMIST AND CHAIRMAN , POLICY EXCHANGE

Greater Investment and Access to Finance Will Help Strengthen Bangladesh's Impressive Development Gains

Bangladesh has seen impressive economic performance in the last decade. This led to triple pay off for Bangladesh: faster growth rate, fewer poor people, and better human development. Between 2000 and 2019, poverty rates declined from 48.9 to 24.3 percent while growth has averaged 6-7% over the last decade. Bangladesh , 39th largest economy in the world according the IMF, is also the most gender-equal nation, being ranked 50th out of 153 countries worldwide according to World Economic Forum.

Building on the achievements, the country aspires to become a developed country is manifested in the Vision 2041. The Perspective Plan 2041,emphaises on foundations such as governance, democratization, decentralization, and capacity building, and focuses manufacturing industries, economic zones, and vibrant financial markets with universal access to finance.

Financial Sector Has Deepened Over Time but Several Gaps Persist

The Bangladesh financial sector has grown significant in recent decades, intermediating for industrial growth and socio-economic development. There have been several notable patterns. The Non-Bank Financial Institution (NBFI) sector is dominated by banks and microfinance institutions, with banks accounting for about 90 percent of total financial system assets. The banking sector was liberalized in the late 1980s, and new banks could come into existence. The share of private banking grew considerably, eclipsing state banking , leading to efficiency gains and greater financial intermediation. The financial sector has been providing liquidity to finance the country's industrial expansion with high rates of private sector credit growth, although the allocation of credit has not been efficiently managed in terms of both credit misallocation by state banks and high costs.

Despite this success, financial inclusion gaps persist, especially among the middle segment of enterprises and a large number of population remains underserved by the banking system. Despite increasing geographical penetration, private banks and state banks are mostly concentrated in urban areas and target the larger corporates and higher income and urban population; although banks usually give loans to the corporates in major sectors in bulk. While the contribution of the SMEs to GDP is 25% (ADB, 2018), their share of bank portfolio is much less. The gap between the funds they have and what they require to run operations and grow is about $2.8 billion (World Bank, 2019). Although SME's account for more than 98 percent of non-farm enterprises in the country and bank lending to SMEs has tripled between 2010 and 2016, the large majority of MSMEs have limited access to formal finance. .

While access to formal financial services has increased almost doubling from 20 percent to 47 percent between 2013 and 2018 and financial inclusion of rural poor has grown faster than among the population as a whole -34 percent in 2017 compared to 30 percent in 2016, yet, 35 million people remain excluded under the modern financial industry. Financial inclusion gaps are also manifest in terms of gender differences. Close to 65 percent of Bangladeshi men have accounts, compared to only 36 percent of women. Bangladesh's gender gap in financial access has grown a staggering 20 percentage points from 2014 to 2017.

Financial Institution with Higher Efficiency and Modern Technology is the Need of the Time

Major gaps in financial inclusion, access to credit for small businesses, and efficiency in bank operations are some major challenges prevailing in a sector that has more than 60 banks. Just as the world continues to evolve into digital economy, banking and financial institutions, going forward, will increasingly be influenced by use of technology and modern banking approaches. This makes it imperative that Bangladesh considers not only consolidating the banking space by merging the inefficient banks with better managed ones but also to bring in new financial institutions that are able to introduce modern and robust bank management concepts, appropriate financial products for the marker, and leverage technology cater to the underserved segments of the market.

CITIZENS BANK

মোহাম্মদ মাসুম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিটিজেন্স ব্যাংক

বাণী

বহুমুখী চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সহযাত্রী হিসেবে দেশের ব্যাংকিং খাতের ৬১তম ব্যাংক হিসেবে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা সত্যিই আনন্দিত এবং গর্বিত। এই শুভ মুহূর্তে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতি তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে আজ উন্নয়নের রোল মডেল। এই উন্নয়নের ধারায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা (এসডিজি) অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নসহ সরকারের সকল বহুমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অর্থনীতির দ্রুত বিকাশে ব্যাংকিং খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। করোনা মহামারীর সময়ে জনগণকে নিরলস সেবা প্রদান করার পাশাপাশি করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যাংকিং খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সংখ্যার দিক বিবেচনায় নিলে মনে হবে দেশে ব্যাংক অনেক বেশি। তবে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা দেশের প্রায় ৫০% থেকে ৫৫% জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় আনলে এ সংখ্যা বেশি নয়। ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে এবং একই সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির সুফল নিশ্চিত করতে উদ্ভাবনী আর্থিক ও পরিপূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প সময়ে সাশ্রয়ী খরচে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ছড়িয়ে দিতে নতুন শাখার পাশাপাশি উপশাখার মাধ্যমে আমাদের আর্থিক সেবার পরিধি বিস্তৃত করার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

যেকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার ক্রেডিট পোর্টফলিওর প্রসার ও এর গুণগত মানের উৎকর্ষতার উপর। এক্ষেত্রে আমরা প্রগতিশীল মানসিকতা নিয়ে যে ব্যবসায় অর্থায়ন করব গ্রাহকদের সে ব্যবসায় অংশীদারিত্বের মানসিকতা নিয়ে এগুতে চাই। নতুন উদ্যোক্তা তৈরীতে চালু করা হবে স্টার্ট-আপ ঋণ সুবিধা। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিধায় আমাদের ঋণ কার্যক্রমে কর্পোরেট ব্যাংকিং এর পাশাপাশি এই খাতকে যথাযথ প্রাধান্য দেয়া হবে। ব্যাংকিং পরিচালনার ক্ষেত্রে

শতভাগ সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কর্পোরেট গভর্নেন্স নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমানতকারীরাই হল ব্যাংকের মূল চালিকা শক্তি। সুতরাং অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমানতকারীদের অর্থের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান করা এবং তৎসঙ্গে যৌক্তিক রিটার্ন দিতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে সেটা থেকে উত্তরণের পর্যায়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হল আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ বাজারের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। বহুমুখী চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৫ শতাংশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে যা আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সুসংহত ভিত্তিরই নির্দেশক।

ব্যাংকের বিচক্ষণ পরিচালনা পর্ষদের সুপ্রণোদিত নীতিমালার আঙ্গিকে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করে সিটিজেন্স ব্যাংক প্রতিযোগিতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি করে নেবে বলে একান্তভাবে আমি বিশ্বাস করি। সিটিজেন্স ব্যাংকের কার্যক্রম নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে পরিচালনার জন্য আপনাদের সবার সার্বিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের চলার পথকে মসৃণ করতে যথার্থভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মোহাম্মদ মাসুম

প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত সকল উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষককে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে থাকে, দেশের উন্নয়ন হয়। মানুষ শান্তিতে থাকে, উন্নয়নের সুফল ভোগ করে। আমরা গত সাড়ে ১৩ বছরে দেশের অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, তথ্য-প্রযুক্তি, আইন-শৃঙ্খলাসহ প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে যে বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি, সেটা বাস্তবায়নে ব্যাংকসমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আমাদের সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, জিডিপি ও মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চারসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক সুফল আজ পাওয়া যাচ্ছে। সরকার প্রদত্ত বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতাসহ নানা প্রকার ভাতা প্রদান এবং সরকারি বিভিন্ন সেবাসমূহ জনগণের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজ এখন ঘরে বসে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করেই সম্ভব হচ্ছে। এতে জনগণের ভোগান্তি অনেক হ্রাস পেয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা বিনিয়োগ, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাংকিং খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময় স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সেই স্বপ্ন পূরণেই কাজ করছি আমরা। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। করোনা মহামারীর সময়ে অন্যান্য জরুরি সেবা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতও জনগণকে নিরলস সেবা প্রদান করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে এবং করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যাংকিং খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আমি আশা করি, দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে অবদান রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নবগঠিত এই ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে। ব্যাংকটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড় করাবে এবং গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হবে। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আমি সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ব্যাংকিং খাতের নতুন ব্যাংক হিসেবে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শুভযাত্রার এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি ব্যাংকটির চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বর্তমান সময়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা ও চাহিদা পুরণে সচেষ্ট রয়েছে। যার ফলে সার্বিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যেও ক্রমশঃ উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে নতুন নতুন ব্যাংকিং সেবার চাহিদাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের আর্থিক চাহিদা পুরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি নতুন উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াতে ডিজিটাল ব্যাংকিং সুবিধা নিয়ে কাজ করবে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতিকে আরো বেগবান করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার সাথে একাত্ম হয়ে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি তাদের উদ্ভাবনী সেবার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের ধারাকে আরো এগিয়ে নিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর ভবিষ্যৎ পথচলা শুভ হোক এই প্রত্যাশাসহ আমি ব্যাংকটির উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

টিপু মুনশি, এমপি

আব্দুর রউফ তালুকদার
সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিশীলতার লক্ষ্যে ব্যাংকিং সেবা আরো সম্প্রসারণে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে গ্রহণের জন্য আমি সিটিজেন্স ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা অপরিসীম। ডিজিটাল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আধুনিক গ্রাহক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক সেবা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক মহামারী করোনা সংকটের সময় করকার কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যাংকিং খাত প্রধান ভূমিকা পালন করছে। নতুন ব্যাংক হিসেবে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি তাদের কার্যক্রমে দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তাছাড়া আর্থিক খাতের সুশাসন নিশ্চিত ও ব্যাকগুলোর সার্বিক বিনিয়োগ সহায়ক কার্যক্রমে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়াও ফইনান্সিয়াল ইনোভেশনের আওতায় আর্থিক খাতে নতুন নতুন সেবা সংযোজন করবে।

আমি আশা কারি বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়ে শিক্ষিত তরুণ উদ্যোক্তা এবং মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সহায়তার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকবে।

আমি সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর শুভ যাত্রা এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আব্দুর রউফ তালুকদার

CITIZENS BANK

তৌফিকা আফতাব
চেয়ারম্যান, সিটিজেন্স ব্যাংক

বাণী

ব্যাংকিং খাতে নতুন প্রজন্মের ৬১তম ব্যাংক হিসেবে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করতে পেরে ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাংকিং সেক্টরের অবদান অধিকতর সম্প্রসারিত করতে সিটিজেন্স ব্যাংক পিএলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে জানাই আমাদের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। একই সাথে ব্যাংকের যাত্রা শুরুর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতি তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। এই উন্নয়নের ধারায় সরকারের বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৪ সালে এলডিসি উত্তোরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা এবং ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নসহ সকল অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অর্থনীতির দ্রুত বিকাশে ব্যাংকসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের এই মহাপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে ব্যাংকের অবস্থানকে আরো দৃঢ় করার অভিপ্রায় নিয়ে আমরা এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতের কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার ক্ষেত্রে সিটিজেন্স ব্যাংক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনর্জাগরণে ক্ষুদ্র, কৃষিভিত্তিক ও উদ্ভাবনী শিল্প, নারী উদ্যোক্তা এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের নতুন শিল্প স্থাপনে সহায়তা দিবে নব্য প্রতিষ্ঠিত সিটিজেন্স ব্যাংক। অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনীতির সুফল নিশ্চিত করতে উদ্ভাবনী আর্থিক ও পরিপূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে শতভাগ সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন নিশ্চিত করা হবে।

তৌফিকা আফতাব